দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

০৩০

তারিখ 26 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

অধিকতর কার্যকর পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হইতেছে
— শিক্ষামন্ত্রী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, সরকার পরীক্ষায় ব্যাপক নকল প্রবণতা প্রতিরোধের

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করিয়া অধিকতর কার্যকর পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করিবেন।

তিনি গতকাল (শুক্রবার) ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মিলনায়তনে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার সমিতির দুইদিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতেছিলেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডঃ আ, হ, ম, করিমও বক্তৃতা করেন। সভানেত্রীত্ব করেন সমিতির সভানেত্রী ও ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা রাশিদা বেগম।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষায় ব্যাপক নকল প্রবণতা, ছাত্র রাজনীতির গ্রাসে রক্তারক্তি কাণ্ডকারখানা এবং ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষক তথা শিক্ষা প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হওয়া, এক শ্রেণীর শিক্ষকের অসাধুতা তথা সামগ্রিকভাবে অপরিকল্পিত ও নৈরাজ্যময় শিক্ষা পরিস্থিতিতে শিক্ষাবিহীন শিক্ষাঙ্গনের অভিযোগ করেন এবং বলেন, প্রায় ১২ শত কোটি টাকা ব্যয়ে এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আর চলিতে দেওয়া যায় না।

তিনি বলেন, ঢালাওভাবে সরকারীকরণের ফলে শিক্ষার মান উন্নত হয় নাই, তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ কর্মসূচী স্থগিত রাখা হইয়াছে। শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদেরকে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে সুষ্ঠু শিক্ষা-পরিবেশ চালু রাখিতে সহায়তা দিতে হইবে। দেশে অচিরেই দুইটি অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় চালু করিয়া সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অ্যাফিলিয়েশনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্যোগ লইতে হইবে। আগামী অর্থ বছর হইতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। এখন হইতে যে কেহ ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইবে না। সরকারী কলেজ শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ বিধি অবশ্যই প্রকাশ করা হইবে। প্রভাষকসহ শিক্ষকদের পদোন্নতি, নূতন পদ সৃষ্টি, গ্রেডেশন তালিকা চূড়ান্তকরণ, টাইম স্কেল প্রদান ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে সরকারের সামর্থ্যানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

সভানেত্রীর ভাষণে অধ্যক্ষা রাশিদা বেগম বলেন, বি সি এস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের নিয়োগ-বিধি, ক্যাডার শিডিউল, সিনিয়রিটি তালিকা প্রভৃতি বিষয়ে চূড়ান্ত নীতিমালা/তালিকা না থাকায় ১৯৮৪ সালের পর হইতে এই ক্যাডারের বিভিন্ন স্তরের শূন্য পদসমূহ পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে অধ্যক্ষ/অধ্যাপকের ২২৪টি, সহযোগী অধ্যাপক উপাধ্যক্ষের ৬৬০টি এবং সহকারী অধ্যাপকের ৪২১টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৩০৫টি পদ শূন্য পড়িয়া আছে। তিনি বর্তমান পদ্ধতিতে বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা, কেবল বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে প্রভাষক হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, বিসিএস সিনিয়রিটি রুলস ১৯৮৩ অনুসারে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সিনিয়রিটি নির্ধারণ, গোলাম হোসেন কমিটি রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়নসহ সমিতির বিভিন্ন দাবী মানিয়া নেওয়ার আবেদন জানান।